শিক্ষাসংস্কার

ইতিহাসের পাঠ্যবইয়ে নিজস্ব ভাষ্য থাকা চাই

মাহবুবুর রাজ্জাক

মাহবুবুর রাজ্জাক

প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪ | ০২:১৫

- অ +

হঠাৎ একটি জাতি বা দেশের উদ্ভব হয় না। হাজার বছর ধরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার বিবর্তনের মাধ্যমে কোনো জাতির ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। ইতিহাসের পাঠ সঠিক না হলে একটি দেশ পথ হারিয়ে ফেলতে পারে। এ রকম উদাহরণ আমাদের আশপাশে আছে। তাই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের ইতিহাস পাঠে সতর্কতা দরকার। বর্তমানে সরকার পাঠ্যবই সংস্কারের ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে। ইতিহাসের

পাঠ্যপুস্তকে তাই কীভাবে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ভাষ্যকে শক্তিশালী করা যায়, তা বিবেচনা করার এটাই উপযুক্ত সময়।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ইতিহাসের পাঠ হতে হবে এমন, যাতে শিক্ষার্থীরা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করে এবং তা বিশ্লেষণ করে জাতীয় ঐক্যের প্রেরণা অর্জন করতে পারে। শিক্ষার্থীদের জানতে হবে ইতিহাস কেবল একটি দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং অনেক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা যায়। কাজেই যে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার পাঠে জাতীয় মূল্যবোধের চেতনাকে সামনে রাখতে হবে। জানতে হবে কীভাবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা এবং আন্দোলন আজকের সমাজকে প্রভাবিত করে চলেছে। ইতিহাস কেবল মুখস্থ করার বিষয় নয়। ঐতিহাসিক তথ্যের বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করতে শেখাও জরুরি। শিক্ষার্থীদের শেখা উচিত সময় এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী কীভাবে কোন ঘটনাকে মূল্যায়ন করতে হয়।

একটি দেশের জাতীয় ইতিহাস হবে তার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অবস্থিত মাটি ও মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত। জনশ্রুতি ও অনুমাননির্ভর পুরাকাহিনি নির্ভরযোগ্য ইতিহাস হিসেবে গণ্য হতে পারে না; তা পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মতো নয়। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিলসূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদির মাধ্যমে প্রমাণিত ইতিহাসই শুধু পাঠ্যবইয়ে স্থান পাওয়া উচিত। দিল্লির ইতিহাসকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস পাঠ দুরূহ বলে কেউ কেউ মনে করলেও দিল্লিকেন্দ্রিক ইতিহাস দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রয়োজন পূরণ হবে না। বাংলাদেশকে আলোচনার কেন্দ্রে রেখে ইতিহাসের পাঠ তৈরি করতে হবে।

বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে যুক্ত। তবে প্রাচীন যুগ থেকে বাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং অর্থনীতি ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও প্রশাসনিকভাবে দিল্লির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল শুধু ব্রিটিশ শাসনামলের পৌনে দুইশ বছর। এর বাইরে কিছুকাল সুবাহ বাংলা দিল্লির মোগল সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। মোগল শাসনকে স্থানীয় জনগণ বিজাতীয় শাসন মনে না করলেও ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। স্বল্পস্থায়ী মোগল শাসনের কথা বাদ দিলে বাংলায় দিল্লির শাসন

কোনোকালেই টেকসই হয়নি। তাই বাংলার ইতিহাস পড়াতে গিয়ে আমাদের শিশু-কিশোরদের দিল্লি-অশোক-শেরশাহ হয়ে কাবুল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া কি জরুরি?

প্রাচীন অথবা মধ্যযুগে ছোট-বড় যেসব রাজন্য বা রাজবংশ বাংলায় রাজধানী স্থাপন করে শাসনকাজ পরিচালনা করেছেন; সুখ-দুঃখে জনগণকে নেতৃত্ব দিয়েছেন আর বাংলাকে একটি সমৃদ্ধ ও প্রতিপত্তিশীল জনপদ হিসেবে গড়ে তুলেছেন, তারাই হবেন এ দেশের ইতিহাসের মূল চরিত্র। এ দেশের সভ্যতার ভিত বিনির্মাণে পালবংশীয় রাজা আর গৌড়ের স্বাধীন সুলতানদের মতো হজরত শাহজালাল (র.), হজরত খানজাহান আলী (র.), ঈশা খাঁ, শমশের গাজী আর সমতট, হরিকেলসহ ছোট ছোট রাজ্যের নৃপতিরও বিরাট অবদান আছে। তাদের রাজত্বের পদচিহ্ন হিসেবে বহু পুরাকীর্তি বা তার ধ্বংসাবশেষ আজও বাংলার পথে-প্রান্তরে ছড়িয়ে আছে। এসব ঐতিহাসিক নিদর্শন সামনে রেখে ইতিহাসের পাঠ তৈরি হলে শিশুকিশোরদের কাছে তা বেশি সহজবোধ্য হবে।

আধুনিককালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাংলার সঙ্গে দিল্লির যোগাযোগ পূর্ববর্তী যে কোনো সময়ের চেয়ে বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ড প্রশাসনিকভাবে দিল্লির অধীনে চলে যায়। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের দালালেরা একটি অখণ্ড ভারতবর্ষের অবাস্তব ধারণার জন্ম দিয়ে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় হানাহানির বীজ বপন করে গেছে। বর্তমানে ভারতের আগ্রাসী চরিত্রের উৎস হলো তথাকথিত এই অখণ্ড ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদী ধারণা। এ ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে বাংলাদেশে চব্বিশের বৈষম্যবিরোধী গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে। দিল্লির আজ্ঞাবহ সরকারকে উৎখাতের মধ্য দিয়ে মানুষের জন্য প্রকৃত স্বাধীনতার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে গিয়ে বাংলার মানুষ ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছে; বাংলায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য বেঙ্গল প্যাক্ট করেছে; মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির জন্য পাকিস্তান আন্দোলন করেছে; সাতচল্লিশের স্বাধীনতা পেয়েছে; ভাষা আন্দোলন করেছে; সামন্তবাদী জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করেছে এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এই অংশের ইতিহাস ঝঞ্ঝাবহুল; নায়ক-ক্রীড়নক অনেক। তাই এই সময়ের ইতিহাসের বিভিন্ন রকম ভাষ্য থাকা স্বাভাবিক। ভারত, পাকিস্তান, চীন, মিয়ানমার, নেপাল, ভুটান– সবারই আলাদা ভাষ্য আছে। আমাদেরও নিজস্ব ভাষ্য থাকতে হবে।

গণঅভ্যুত্থানের সুফল দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে ঔপনিবেশিক শাসনামলের ইতিহাসের পাঠ তৈরিতে প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে হবে। দ্বি-জাতিতত্ত্ব আর মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই ব্রিটিশ ভারত ভাগ হয়ে প্রথমে পাকিস্তান, পরে আজকের বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। পাকিস্তান আন্দোলনে এ দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই মুসলমানদের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছে। তাই বর্তমান বাংলাদেশ একটি আধুনিক সেক্যুলার রাষ্ট্র হলেও দ্বি-জাতিতত্ত্বই এ দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের মূল দার্শনিক ভিত্তি। দ্বি-জাতিতত্ত্বের পরিমার্জন করে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ভাষ্যকে শক্তিশালী করতে না পারলে এই দেশের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়তে বাধ্য। তাই মাধ্যমিক পর্যায়ের ইতিহাসের পাঠ এমন হওয়া উচিত, যাতে শিশু-কিশোরদের কচি মানসেই বাংলাদেশের ভৌগোলিক সার্বভৌমত্ব ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার প্রতি সহজাত ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।

ভারত-পাকিস্তানসহ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের ইতিহাস নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাসে উত্থান-পতনের অম্ল-মধুর অধ্যায় থাকে। এ সম্পর্কের ইতিহাসের এমন কোনো আলোচনা মাধ্যমিক পর্যায়ে থাকা উচিত নয়, যাতে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে শিশু-কিশোরদের মনে জটিলতা তৈরি হয়।

ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়েও কোনো কোনো বিষয় এমন থাকতে পারে, যা শিশু-কিশোরদের কোমল মনে জটিল, অযথা বিভ্রান্তিকর মানসিক বৈকল্য সৃষ্টি করে। যেমন ঔপনিবেশিক শাসক হিসেবে চীন ও কোরিয়ায় তার দেশের ভূমিকার কথা জাপান শিশু-কিশোরদের পাঠ্যক্রমভুক্ত করেনি। তারা মনে করে, ইতিহাসের নৃশংস অধ্যায়গুলোর নির্মোহ বিশ্লেষণের জন্য পাঠকের মানসিক পরিপক্বতা প্রয়োজন। তবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের ইতিহাস শিক্ষায় দিন-তারিখ মুখস্থ করানোর চেয়েও বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর সাবলীল বর্ণনায়।

ড. মাহবুবুর রাজ্জাক: অধ্যাপক, যন্ত্রকৌশল বিভাগ, বুয়েট

mmrazzaque@me.buet.ac.bd